بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৮-০৬/০২ | মঙ্গলবার, ২২ জমাদিউস সানি, ১৪৩৮ হিজরী | ২১/০৩/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কথিত আত্মঘাতি হামলা সরকার কর্তৃক ইসলামের আদর্শিক রাজনৈতিক কর্মীদেরকে আরও দমন-নিপীড়নের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হবে

গত ১৭/০৩/২০১৭, ঢাকার আশকোনা এলাকায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-এর একটি অস্থায়ী ব্যারাকের নিকটে কথিত একজন আত্মঘাতি হামলাকারী নিজেকে বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেয়। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পুলিশী অভিযানের একদিন পর হামলাটি সংঘটিত হল, যেখানে দুই ব্যক্তি, পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী যারা দেশীয় জঙ্গি সংগঠনের সদস্য, গ্রেফতার এড়াতে নিজেদেরকে বোমার আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছিল। যথারীতি আমরা এখন স্বঘোষিত 'ইসলামিক স্টেট (আইএস)' সংগঠনের উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক প্রত্যক্ষ করছি, যারা ইতিমধ্যে গত শুক্রবারের আক্রমণের দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে, এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ পুলিশ এই আক্রমণে আইএসের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে দেশীয় জঙ্গিদের দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করেছে।

যাইহোক, এই আক্রমণ এবং আইএস-এর উপস্থিতি নিয়ে চলমান বিতর্কের আড়ালে যে বিষয়টি চাপা পড়েছে তা হচ্ছে মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগুলো হতে হাসিনার আসন্ন ভারত সফরে বিতর্কিত ও দেশবিরোধী সামরিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যাওয়া, যা সরকারের জন্য 'অস্বস্তিকর বিষয়' হিসেবে গত কয়েকদিন যাবৎ সংবাদ মাধ্যমগুলোর শিরোনাম দখল করে রেখেছিল। এই যালিম সরকার জনগণের দৃষ্টি অন্যখাতে প্রবাহিত করার এই কৌশলের পাশাপাশি তার নিজস্ব ঘৃণ্য এজেন্ডা বাস্তবায়ন তথা ইসলামী শাসন (খিলাফত) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম দমন-নিপীড়ন ও সম্ভব হলে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টায় অগ্রগামী হবে। শুক্রবারের আক্রমণের পর তারা ইতিমধ্যে জনমনে একটি ভীতির পরিবেশ তৈরি করেছে, জনগণ দিনে-দুপুরে চেকপোষ্ট ও তলস্নাশির নামে হয়রানি ও আতঙ্কের শিকার হয়েছে। সরকার চায় জনগণ যাতে ইসলামী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে এবং ইসলামী রাজ নৈতিক কর্মীদের সাথে সম্পৃক্ত হতে আরও ভয় পায়। তাছাড়া, এই ইসলাম বিরোধী সরকার ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও অকার্যকর করতে চায়, এবং এই লক্ষ্যে সে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার নামে যেকোন মূল্যে তাদেরকে বর্তমান বাস্তবতার প্রতি আরও অনুগত করতে এবং পাশাপাশি সরকারের প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আদর্শিক রাজনৈতিক কর্মীদের নির্মূল করতে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ